দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

# ছাত্র বৃত্তি বিষয়ক জটিলতা

**হাসিনা আশরাফ ঃ** বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে সমস্যায় পড়েছেন। গত দেড়বছর যাবত তারা বৃত্তির টাকা পাচ্ছেন না। দু'বছরের বৃত্তির পরিমাণ প্রায় ১৭ কোটি টাকা।

সমস্যার সূত্রপাত ঘটে বৃত্তির টাকা কোন্ খাত থেকে আসবে সেটা নিয়ে। রাজস্ব খাত না উন্নয়ন খাত। এ বিতর্কে পড়ে ১৯৯১-১৯৯২ সালের বৃত্তির সাড়ে ন'কোটি টাকা বাজেটে অনুমোদন পায়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালের বরাদ্দ অর্থের সাড়ে সাত কোটি টাকাও তামাদি হয়ে যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'বছরের ছাত্রবৃত্তির বরাদ্দ ১৭ কোটি টাকা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে নতুন বাজেটের আগে উদ্ধারের সম্ভাবনা কম।

আটের পাতায় ৮ কঃ দ্রঃ

## ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক জটিলতা

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেছেন, পদ্ধতিগত কারণে বৃত্তির টাকা পেতে দেরী হলেও ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তির টাকা অবশ্যই পাবেন।

কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় অভ্যন্তরীণ বৃত্তি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। তিনটি মন্ত্রণালয় স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পকে উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে নেয়ার পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে যে রাজস্ব খাতে প্রকল্পের অর্থ থাকলে প্রতিবছর নবায়ন করার ঝামেলা থাকে না। উন্নয়ন খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ টাকা সে বছরেই খরচ করতে হয়। খরচ করা না হলে নতুন অর্থ বছরে এটা তামাদি হয়ে যায়। বাজেটে সে অর্থ নবায়ন না করা পর্যন্ত অর্থ পাওয়া যায় না। ছাত্রবৃত্তির মত একটা সংবেদনশীল প্রকল্পে এ ধরনের জটিলতা থাকা উচিত নয় বলে তারা জানিয়েছেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, উন্নয়ন খাতে এই বরাদ্দ থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। উত্তরে অর্থ মন্ত্রণালয় সরাসরি জানিয়েছে, তাদের বরাদ্দ নেই। বাজেটে খাত সৃষ্টি করে তবে এটা বরাদ্দ করতে হবে।

বৃত্তির টাকার অংক বাড়াবার প্রস্তাব নিয়েও শুরু হয়েছে জটিলতা। মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিদেশী স্পন্সারশীপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তির টাকা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধ এই প্রকল্পে কোন অর্থ বাড়ানো হয়নি। বিগত তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাধীন সময়ে শ্রম ও জনশক্তি বিভাগ মুদ্রাস্ফীতির কারণ দেখিয়ে তাদের ট্রেনিং প্রকল্পের বৃত্তি শতকরা ৬৬ ভাগ বাড়িয়ে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃত্তির টাকাও শতকরা একশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে গত বছর বৃত্তির টাকা শতকরা ৬৬ ভাগ বৃদ্ধির এক সুপারিশ নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির দেয়া রিপোর্ট একনেকে গেলে রিপোর্টটি পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নতুন করে ছাত্রসংখ্যা, দ্রব্যমূল্য এবং অন্যান্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিকে সামনে রেখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট প্রণয়নের নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে গেছে। ছাত্রবৃত্তির টাকা বাড়াবার প্রক্রিয়াও সেইসাথে শেষ হয়েছে।

দেশের প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বৃত্তিপ্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের পরিস্থিতি বিভ্রান্তিকর। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এই প্রকল্পের কোন ডাটা সেল নেই। এমনিতেই বৃত্তি দেবার প্রক্রিয়াটা জটিল। এতে কোন্ খাত থেকে কত বরাদ্দ পাওয়া গেল, বরাদ্দের কত ভাগ ব্যয় হল, এর কোন সার্বিক হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থা নেই বলে জানা গেছে। এছাড়া বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা নিয়মানুযায়ী বিনা বেতনে পড়াশুনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সঠিক সময়ে পাচ্ছে কিনা তা দেখার মত কোন ব্যবস্থাও নেই। ফলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা অনিয়মিতভাবে বৃত্তির টাকা পেয়ে থাকে। বৃত্তির টাকা অনেকক্ষেত্রে গায়েব হয়ে যাওয়ার অভিযোগও আছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খ জানান, বৃত্তি প্রকল্পকে উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে নেয়া হচ্ছে। ফলে প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণেই বৃত্তির টাকা প্রদানে দেরী হচ্ছে। তবে দেরীতে হলেও বৃত্তিপ্রাপ্তরা তাদের টাকা পাবে বলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা বকেয়াসহ যাতে টাকা শিগগিরই পায় সেজন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ জোর চেষ্টা করছে বলে তিনি জানান।